দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 13 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

কর্মবীর ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

আজহারুল ইসলাম

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কি ছিলেন আর কি ছিলেন না এ নিয়ে আজকাল অনেকেই গবেষণা করছেন দেখতে পাই। তাঁকে মনে করলে মনে হয় তিনি বাংলার ভাষা, সাহিত্য, কাব্য, লোক সাহিত্য, ধর্ম সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মননশীলতার অপরূপ সমাহার। তিনি শুধু মুসলমান ছিলেন না, ছিলেন বাংগালী মুসলমান। বাংলার প্রাণ-ধর্মের প্রতীক বললে অত্যুক্তি হবে না। বাংলাদেশের মেজাজ মর্জির সাথে তাঁর জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল বলেই তিনি হতে পেরেছিলেন সুন্দর মহৎ। একটি জ্ঞানগর্ভ সত্ত্বার সামগ্রীক রূপ যদি দেখতে হয় তাহলে খর্বকায় প্রিয়ভাষী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নিকটেই আসতে হয়। তিনি পশ্চিম বঙ্গে জন্মগ্রহণ করলেও পূর্ব বঙ্গে (বাংলাদেশে) বসবাস করেছেন। তাঁর কর্মস্থল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অবশ্য অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ডাক পড়তো।

ডক্টর শহীদুল্লাহর বড় পরিচয় তিনি জ্ঞান তাপস। তাঁর সাধনার কথা ভাবলে আমাদের বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে যায়। শতকরা পঁয়তাল্লিশের জোড়ে যখন মুসলমান চাকরি ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিল তখন ডক্টর শহীদুল্লাহ নেমেছিলেন জ্ঞান সাধনার পথে। সংস্কৃত নিয়ে এনট্রান্স পাস করলেন, ঘরে বসে উদ্রুউ ফার্সি, উড়িয়া, হিন্দী ভাষা শিখলেন। ছয়টি বড় বড় ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখলেন এবং আঠারোটি ভাষার বইপত্র পড়তে শিখলেন। এটাতো তৎকালীন মুসলমান সমাজের নিকট একটা অসম্ভব ব্যাপার। ডক্টর শহীদুল্লাহর এত বড় রোমান্টিক মানস বিলাস কোত্থেকে জন্ম নিল তা বাস্তবিকই গবেষণার ব্যাপার। তাঁর সমসাময়িকদের তো তখন অন্য রকম অবস্থা।

জ্ঞানকে কখনো সীমাবদ্ধ করতে চাননি তিনি। উদার শিক্ষানীতি ছিল তাঁর। তিনি ইসলামী শাস্ত্রে যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান শাস্ত্রে তাঁর অধিকার অসংশায়িত ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি ধনীগৃহের শোভাবর্ধক কিছু ছিল না। আমরা দেখেছি তিনি অন্ততঃ আট ঘন্টা ব্যয় করেছেন নিজের গ্রন্থাগারে বসে অধ্যয়নে। তিনি কোরান, হাদিস, ফিকাহ, তাসাউফ, বেদ-বেদান্ত সংহিতা, ত্রিপিটক, বাইবেল ছাড়াও ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় দিন অতিবাহিত করেছেন। এতেও তিনি শান্তি পাননি। তাই ভাষার অরণ্যে প্রবেশ করেছিলেন।

সাধারণতঃ পণ্ডিত ব্যক্তিরা সংসারের কাজকর্মে উদাসীন থাকেন, কিন্তু ডক্টর শহীদুল্লাহ ছিলেন তার ব্যতিক্রম। তিনি অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তিনি জীবনে অনেক কাজ করতে পেরেছিলেন। স্কুলের হেডমাস্টারী, ওকালতী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা সহকারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, মুসলিম হলে হাউস টিউটর, ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট, বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক, করাচী উর্দু একাডেমি ও ঢাকা বাংলা একাডেমীর গবেষক ইত্যাদি কত রকম কাজই তাঁকে করতে হয়েছিল। তাঁর কর্ম সাধনা যে বহুমুখী ছিল তা এ থেকেই বোঝা যায়। শহীদুল্লাহ সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদেরকে ফরাসী ভাষাও পড়িয়েছেন। বাংলা একাডেমীতে যে উর্দু অভিধানটি তিনি রচনা করে গেছেন তা তাঁকে অমর করে রাখবে— এটা পণ্ডিতদের অভিমত।

ডক্টর শহীদুল্লাহ যেমন পণ্ডিত ছিলেন তেমনি আবার সাহিত্য-রসিক ছিলেন। সাহিত্যে তাঁর একটা নেশা ছিল। এই নেশা এসেছে তাঁর জ্ঞান সাধনার ব্রত থেকে। তাঁর সাহিত্য সাধনা আরম্ভ হয় প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে।

জীবনভর তিনি প্রথম শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন। তাঁর ভাষাতত্ত্বের আলোচনাগুলি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে।

৪-এর পৃঃ দেখুন

কর্মবীর শহীদুল্লাহ

৫-এর পৃঃ পর

ইংরেজী ও বাংলায় সমান অধিকার থাকায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করতে তাঁর দেরি হয়নি। অভিজ্ঞ বাংলায় প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় ডক্টর শহীদুল্লাহর প্রবন্ধ বের হত। তাঁর "মদন ভস্ম" প্রবন্ধটি মাত্র ২৪ বছর বয়সের রচনা। স্বর্ণ কুমারী দেবী এর প্রশংসা করে কিছু লিখেছিলেন। তিনি ৫০ বছরকালে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তার উপযুক্ত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

সাহিত্যের প্রচার, প্রসারের জন্য তিনি পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন। প্রথম জীবনে 'আঙুর' প্রত্রিকা বের করে মুসলমান সমাজে শিশু সাহিত্য রচনার একটা আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' ও 'আল এসলামে'র সহসম্পাদক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তিনি ইংরেজীতে Peace নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি ঢাকা থেকে 'বঙ্গভূমি' নাম দিয়ে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষে আমি কাজ করেছি। তিনি বগুড়ায় গেলে 'তকবীর' নামক এক পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক হন। পত্রিকা সম্পাদনার কাজটি সহজ নয়। এর জন্য শহীদুল্লাহ সাহেবকে অনেক কষ্ট স্বীকার ও পরিশ্রম করতে হয়েছে।

ডক্টর শহীদুল্লাহর জ্ঞান সাধনা ও সাহিত্য সাধনা একই খাতে প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর প্রত্যেক রচনায় জ্ঞানের কথা আছে। সাহিত্য সাধনায় সাহিত্যিক খ্যাতির চেয়ে পণ্ডিত্যের যশই বেশি। তাঁর সৃজনশীল রচনা, গবেষণা গ্রন্থ, প্যানটিমো থিসিস, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আরবী, ফার্সী ও উর্দু কবিতায় বাংলা কাব্যানুবাদ সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ তাকে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করিয়েছে। এছাড়া তার অনেক প্রবন্ধ, পুস্তক, সম্পাদিত গ্রন্থ, জীবনী গ্রন্থ, রূপকথার বই আছে এগুলি তার যশসৌরভকে দিগন্ত বিস্তৃত করেছে। তাঁর সম্পাদিত ইসলামী বিশ্বকোষ তাঁকে অমর করে রেখেছে।

সুনীতি স্থান সাহিত্যে থাকতে হবে এটা তিনি বলতেন। তাঁর বলায় যে বদরসিকতা বা কুরুচিপূর্ণ কিছু দেখা যায় না। সাহিত্যে তিনি পুরোনো নীতিকে আঁকড়ে ধরে থাকেননি। আধুনিক সাহিত্যে তাঁর আস্থা ছিল আমরা জানি। আধুনিক সাহিত্যেকেরা জ্ঞান ও অনুসন্ধান দিয়ে সাহিত্যের বিকাশ ঘটাবেন তাতে তিনি বাধা দিতে চাননি। এক সভায় তিনি বলেছিলেনঃ আমি অরসিক নই।

শহীদুল্লাহ সাহেবের মত কর্মবীর মানুষ সে যুগে মুসলমান সমাজে কিরূপে আবির্ভূত হলো তা ভেবে দেখার মত। হয়ত তিনি তাঁর সময়কার চার পাশের অবস্থা দেখে কর্মের পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তিনি রাত্রিতে বেশি ঘুমোতেন না। পড়াশুনাতেই লিপ্ত থাকতেন। সর্বপ্রকার সভাসমিতিতে বক্তৃতা করতেন। সব ধরনের পত্রিকায় রচনাদি প্রকাশ করতেন, সব মত ও পথ গ্রন্থ পাঠ করতেন। নিজের মত প্রকাশ করবার জন্য পত্রিকা সম্পাদন করতেন সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে সমাজের কাজ করতেন— এতসব কাজ যিনি করেন তাকে তো কর্মবীর বলে শতমুখে প্রশংসা করতে হয়। সেদিনের নির্জীব নিরানন্দ, নিশ্চেষ্ট মুসলমান সমাজে ডক্টর শহীদুল্লাহ যে কর্মঠতার অক্লান্ত ইঞ্জিজন চালিয়ে এরুকভাবে মুসলমান তরুণ সমাজকে জাগিয়েছিলেন তার দাম আজ কে দেবে? ইতিমধ্যেই কথা উঠেছে ডক্টর শহীদুল্লাহ বিজ্ঞানমনা ছিলেন না। হায়রে সমালোচক! বিজ্ঞানের সংগে কর্মের পার্থক্য আজ কোথায়?